দৈনিক ইনকিলাব

161

তারিখ 02 JUN 1997

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাধ্যমিক স্কুলে নকল প্রবণতা

স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আশার কথা বিলম্ব হলেও আমাদের সরকার এই নকল প্রবণতার প্রতি নজর দিয়েছেন। কিন্তু আজও এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে আমরা আরো কঠিন সমস্যায় উপনীত হতে যাচ্ছি। যা আমাদের সমগ্র জাতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজকাল স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে নকলের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। আর এর সুযোগ করে দিচ্ছে এক শ্রেণীর শিক্ষকের নৈতিক দুর্বলতা। আরেকটু পরিস্কার করে বলছি।

আর্থিক টানা-পোড়েনের দরুন অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা কিছু বাড়তি অর্থের জন্য প্রাইভেট টিউশনি করে থাকেন। ফলে মানসিক দিক দিয়ে তারা তাদের নিজস্ব ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েন। আর আমাদের অভিভাবকও চান পরীক্ষায় তার সন্তানের ভাল ফল। তাই পরীক্ষার সময় ছেলেদের একটু সুযোগ করে দেয়ার জন্য এবং একটু ভাল ফল পাওয়ার জন্য তাদের সন্তানদের প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করেন। অর এ সুযোগে যারা প্রাইভেট পড়ে না তারাও নকল করে থাকে। কারণ একই সাথে দু'জন ছাত্রের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করতে পারে।

যদি অতি সত্বর আমরা এ সমস্যার সমাধান করতে না পারি, তবে আমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাই চুর্ণ হয়ে যাবে। তাই সমস্যার কিছু বাস্তবমুখী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। কিছু প্রস্তাব উথাপন করছি—

প্রথমত ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণকে পুরোপুরিভাবে প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করতে হবে। আর এ জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেই দায়িত্ব শেষ করা চলবে না, সাথে সাথে শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহ করার ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাও দিতে হবে। নতুবা আইন রইয়েই থেকে যাবে, বাস্তবে কোন কাজে আসবে না। দ্বিতীয়ত ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের বইগুলোকে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রচুর পরিমাণে থাকে। পরীক্ষায় অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। ফলে ছাত্ররা ইচ্ছা করলেও নকল করতে পারবে না।

আমাদের সরকার ও দেশের অভিজ্ঞ মহল এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন এবং শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা থেকে নকলের প্রবণতা কৌশলগতভাবে অপসারণ করে জাতিকে উপহার দিবেন এক ঝাঁক সোনালী পায়রা— এ আশায় উন্মুখ হয়ে আছে সমগ্র অভিভাবক মহল।

—খন্দকার মামুন অর রশিদ